২৪

আজকের কাগজ

তারিখ ...2.2 NOV 1994...
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৩

মাধ্যমিক পরীক্ষার নৈর্ব্যক্তিক পদ্ধতি কি সফল?

শাহিদুজ্জামান

সভ্যতার উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে বাংলাদেশও উন্নতির পথে এগিয়ে যাচ্ছে। তাই আমরা বিদেশি প্রযুক্তি, সভ্যতা, কৃষ্টি, সংস্কৃতি বিভিন্ন পদ্ধতি সব আমদানি করছি। সবাই যেখানে হল্লা করে এগিয়ে যাচ্ছে আমরা সেখানে পুরাতনকে আঁকড়ে ধরে জীর্ণতার আবরণে ঢাকা থাকবো কেন? এ কথাগুলো বলার কারণ, এসএসসি পরীক্ষার নৈর্ব্যক্তিক পদ্ধতি আমদানির পরিপ্রক্ষিতে, চলমান বিশ্বের গতির সঙ্গে তাল মেলাতে এবং নকল প্রবণতা রোধে এ পদ্ধতি প্রবর্তন করা হয়েছে। কতটুকু সার্থক হয়েছে এ নতুন পদ্ধতি?

নৈর্ব্যক্তিক পদ্ধতি চালু হয়েছে ১৯৯২ সাল থেকে। পদ্ধতিটি চালুর পর দেখা গেলো পাসের হার হঠাৎ আকাশচুম্বী হয়ে গেছে। সব ছাত্র-ছাত্রীরা হঠাৎ মেধাবী হয়ে গেলো না-কি? এ ছিলো ওই বছর সাধারণ মানুষের মনের প্রশ্ন। আমরা উন্নতির পথে যাবো সেতো গর্বের বিষয়। ক'বছরের সমীক্ষায় দেখা যাচ্ছে প্রথম বিভাগ, স্টার মার্কস, দ্বিতীয় বিভাগ এবং সেই সঙ্গে পাসের বন্যা বয়ে যাচ্ছে। এবারের রেজাল্টে পাসের হার আরো বেশি। আমরাও চাই সবাই পাস করুক। তবে প্রকৃত জ্ঞান নিয়ে। কিন্তু ছাত্র-ছাত্রীদের নম্বর পর্যবেক্ষণ করলে অবাক হতে হয়। দেখা যাচ্ছে মোট নম্বর সাতশ' উনআশি কিন্তু সাধারণ গণিতে ৪৩ বা কেউ ইংরেজি রচনামূলক অংশে পঞ্চাশে পেয়েছে সাত। জ্ঞানের বহর কতো!

একটি ঘটনা বলি। স্থানীয় মহিলা কলেজে ভর্তির জন্যে কিছু কাগজপত্র ফটোকপি করতে এসেছে কয়েকজন সদ্য পাস করা কিশোরী। একজনকে বললাম, 'তোমার নম্বরপত্রটা একটু দেখতে পারি? মেয়েটি বললো, 'সব দেখতে পারেন শুধু নম্বরপত্রটা বাদে।' বললাম, কেন? লজ্জা মাখা মুখে মেয়েটি বললো, জানিনা। তবে বলো মোট নম্বর কতো পেয়েছো? সাতশ' উনিশ। মেয়েটি উত্তর দিলো । মানবিক বিভাগ থেকে সাতশ' উনিশ পেয়েছে অথচ নম্বরপত্র দেখাতে লজ্জা পায়। ছাত্ররা যেখানে ভালো নম্বরের জন্যে গর্ব করবে তা না করে তাদের নম্বর লুকাতে চায়। কেমন যেনো দুর্বলতা তাদের আঁকড়ে ধরেছে। তা কেবল এ পদ্ধতির জন্যেই।

ছাত্রদের পাসের হার দেখে মনে হয়, উন্নয়নের জোয়ার এখানেও লেগেছে। পাসের জোয়ারে পাসকৃত সব ছাত্রই পাসের উপযোগী? যারা গণিতে তেতাল্লিশ পেয়ে প্রথম বিভাগ বা স্টার মার্কস পায় তারা কি প্রথম বিভাগ বা স্টারের উপযোগী? যারা ইংরেজি নৈর্ব্যক্তিকে পঞ্চাশে পঞ্চাশ পায় অথচ রচনামূলক অংশে পঞ্চাশে সাত পায় তারা কি প্রথম বিভাগ, স্টার মার্কস বা পাসের উপযোগী? সবাই এক সঙ্গে উত্তর দেবেন, না। কিন্তু ওসব ছাত্ররাই স্টার মার্কস পাচ্ছে, প্রথম বিভাগ, দ্বিতীয় বিভাগ পাচ্ছে, পাস করছে। তবে প্রকৃত ভালোরা এর ব্যতিক্রম। এভাবে শুধু তথাকথিত শিক্ষার হার বাড়ানো যাবে, প্রকৃত মেধাবী ছাত্র তৈরি হবে কি?

জোয়ারে পাস করা এসব ছাত্ররা ভালো কলেজে ভর্তির সুযোগ পাচ্ছে না, ভর্তি হতে পারছে না। কোন অখ্যাত কলেজে ভর্তি হয়ে "প্রথমে নেতা, পরে ছাত্র" তৈরি হচ্ছে। ঠিক এ কারণেই দেশময় বাড়ছে উচ্ছৃঙ্খলতা; সৃষ্টি হচ্ছে সন্ত্রাস। শিক্ষার উদ্দেশ্য তো উচ্ছৃঙ্খলতা নয়। সন্ত্রাস নয়। শিক্ষার উদ্দেশ্য "আগে ছাত্র তারপর নেতা।" "আগে নেতা পরে ছাত্র" এমন ছাত্ররা দেশের জন্যে, সমাজের জন্যে সন্ত্রাস, বিশৃঙ্খলা ব্যতীত কি-ই-বা দিতে পারবে?

আসলে নৈর্ব্যক্তিক পদ্ধতির সমালোচনা করলেও এটি উঠিয়ে ফেলার পক্ষে আমি নই। পদ্ধতি বহাল রেখেই পদ্ধতির সংস্করণ, পরিবর্তন, পরিবর্ধন করে আমরা প্রকৃত ভালো, মেধাবী ছাত্র খুঁজে পেতে পারি।

বাংলাদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ অশিক্ষিত। আবার শিক্ষিতরাও সচেতন এমন বলার অবকাশ নেই। যে দেশে একটা বিড়ি বা এক খিলি পানের মূল্যে ভোট বিক্রি হয় সে দেশের মানুষ কতো সচেতন তা এমনিতেই বোঝা যায়। শিক্ষকদের মধ্যে, অভিভাবক বা ছাত্রদের মধ্যে সচেতনতা আগে সৃষ্টি করতে হবে— তার পর উন্নত পদ্ধতি আমদানি। অসচেতন সমাজে টিক (√) আমদানির ফলে ছাত্ররা ভালোমতো পাঠ্য-পুস্তক রপ্ত না করে পরীক্ষার হলে এসে পরীক্ষা দিয়ে উচ্চ নম্বর পেয়ে পাস করছে। এ ক্ষেত্রে আবার তাদের সাহায্য করছে পাঁচশ' প্রশ্নের টাক্ক ফোর্স গাইড। টিক (√) প্রবর্তনের ফলে ছাত্ররা লেখা পড়ায় অমনোযোগী হচ্ছে এবং তারা বানানের প্রতি উদাসীন হচ্ছে। কারণ, বানান কাটা যাবার কোন ব্যাপার এখানে নেই। এভাবে চলতে থাকলে এক সময় দেখা যাবে আমাদের ছাত্ররা DHAKA বানানও শুদ্ধ করে লিখতে পারছে না।

দু'টি পদ্ধতিতে আমরা ছাত্রদের যথার্থ মেধা যাচাই করতে পারি। এক, প্রতি বিষয়ে নৈর্ব্যক্তিক ও রচনামূলক অংশে আলাদা আলাদা পাস করতে হবে। এ পদ্ধতি ব্যবহারের কথা আগেও হয়েছে। ছাত্রদের অন্যায্য আন্দোলনের কাছে মাথা নত করে এটি কার্যকর করা হয়নি। ছাত্রদের তুষ্ট রাখা হয়েছে। কারণ অতীত ইতিহাস বলে বাংলাদেশের ছাত্ররা ডেনজারাস কিছু। এ সুপ্ত আগ্নেয়গিরি কেউ জাগাতে চায় না। জাতির বিভিন্ন জাতীয় ইস্যু অত্যন্ত সহিষ্ণুতার সঙ্গে মোকাবেলা করলেও ছাত্রদের কাছে ক্ষমতাসীনরা মাথা নত করেছেন। এ ছাত্ররাই জাতীয়তাবাদী শক্তির মনোবল (!)

প্রসঙ্গে আসি। দু'নম্বর পদ্ধতিটি হচ্ছে- প্রশ্নপত্র (নৈর্ব্যক্তিক অংশের) সংস্করণ। প্রশ্ন এমন হতে হবে যাতে ছাত্ররা শুধু গাইড পড়ে বন্যায় প্রথম বিভাগ, স্টার মার্কস বা পাস না করে। যাতে পুরো বই আয়ত্ত করতে বাধ্য হয়। পাঁচটি বা দশটি মূল প্রশ্নের সঙ্গে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রশ্ন করে পঞ্চাশটি ক্ষুদ্র প্রশ্নের সমন্বয়ে প্রস্তুত হবে পঞ্চাশ নম্বরের প্রশ্নপত্রটি। প্রতিটি ক্ষুদ্র প্রশ্নের মান হবে এক। উল্লেখ্য, এ উত্তরগুলো অবশ্যই লিখিত হতে হবে। সময় ওই এক ঘন্টা। এতে ছাত্রদের সময় জ্ঞান হবে। পড়াশোনার প্রতি, বানানের প্রতি যত্নশীল হবে। এ ধরনের প্রশ্নকে নৈর্ব্যক্তিক না বলে প্রাক-নৈর্ব্যক্তিক বলা যায়। আর রচনামূলক অংশ ওই আগের মতোই থাকবে।

আমরা পরীক্ষা পদ্ধতির এমন উন্নয়ন চাই না যাতে আমাদের ছাত্রদের মেধার বিকাশ না হয়ে মগজ নষ্ট হোক। মেধার বিকাশ ঘটাতে হবে। আমাদের ছাত্ররা জ্ঞানী হবে, মেধাবী হবে, দেশকে, সমাজকে এবং পরিবারকে বড় কিছু উপহার দেবে এটাই সবার কাম্য।

শুধু শুধু তথাকথিত নেতা ছাত্র তৈরি করে লাভ নেই। প্রকৃত ছাত্ররাই দেশ ও জাতিকে কিছু দিতে পারে। নেতা ছাত্ররা নয়।

শাহিদুজ্জামান : কলাম লেখক।